জলকরমুক্ত শিলিগুড়ির আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : শিলিগুড়িতে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। পুরোপুরি চমকহীন নির্বাচনি ইস্তাহারে শিলিগুড়ির যানজট সমস্যা মেটাতে শুধুমাত্র ফুটপাথ, চলমান সিঁড়ি এবং ফুট ওভারব্রিজ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। শহরে ফ্লাইওভারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও তৃণমূলের নির্বাচনি ইস্তাহারে সেই কথা বলা হয়নি। তবে পানীয় জল সমস্যা মেটাতে দ্বিতীয় প্রকল্প তৈরি এবং জলকর তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে যে ছোট হরফে নির্বাচনি ইস্তাহার ছাপানো হয়েছে, তাতে কতজন এই ইস্তাহার পড়তে পারবেন তা নিয়ে এদিন অনুষ্ঠানস্থলেই প্রশ্ন তুলেছেন দলের নেতা-কর্মীরা।

সামনেই শিলিগুড়ির পুরভোট। ইতিমধ্যে বিজেপি, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। শুক্রবার বিধান রোডের একটি হোটেলে নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। এই উপলক্ষ্যে হোটেলের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, গৌতম দেব, বেদব্রত দত্ত সহ বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রার্থীরাও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। 'শিলিগুড়ির ১০ দিগন্ত' নামে এই নির্বাচনি ইস্তাহারে শহরের ১০টি প্রধান সমস্যা তুলে ধরে উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শহরের নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে দুটি অতিরিক্ত ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। শহরে যানজট মোকাবিলায় আরও ফুটপাথ তৈরি, তিনটি চলমান সিঁড়ি এবং ফুট ওভারব্রিজ তৈরির কথা বলা হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের কাছে বহুতল পার্কিং লট তৈরি করা এবং বিধান মার্কেটে ভূগর্ভস্থ পার্কিং ব্যবস্থা তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পুরনিগম এলাকায় বৈদ্যুতিক ওভারহেড তার ভূগর্ভস্থ করার পরিকল্পনার কথাও বলেছে তৃণমূল। তবে বেশিরভাগ আশ্বাস, প্রতিশ্রুতির আগেই সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। শহরের গৃহহীনদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে, দল ক্ষমতায় এলে জলকর তুলে দেওয়া হবে।

পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড পরিকল্পনা কমিটি তৈরির কথাও বলা হয়। সবশেষে শহরের মূল তিনটি নদী মহানন্দা, ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানির ধারে নৌকাবিহারের সুবিধা, খাবারের স্টল, জগিং ট্র্যাক তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ইস্তাহার হাতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। শুক্রবার। ছবি : তপন দাস

তৃণমূলের দশ দিগন্ত

- ইস্তাহারে শহরের ১০টি প্রধান সমস্যা তুলে ধরে উন্নয়নের আশ্বাস
- ফুটপাথ, চলমান সিঁড়ি এবং ফুট ওভারব্রিজ তৈরির ওপর জোর
- শহরে ফ্লাইওভারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও তৃণমূলের ইস্তাহারে সেই কথা বলা হয়নি
- পানীয় জলসমস্যা মেটাতে দ্বিতীয় প্রকল্প তৈরি এবং জলকর তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে

স্মৃতিভরা স্কুলভ্যানে এখন মাংসের ভ্রাম্যমাণ দোকান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : স্কুলভ্যান মানেই স্মৃতির ভাণ্ডার। মনে ও মগজে ভিড় করে ছোটবেলার কত কথা। সাতসকালে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ভ্যানে বসে শিশুদের স্কুলে যাওয়া-আসা। কিন্তু, সেই স্কুলভ্যানের সিটে শিশুদের পরিবর্তে যদি হাফডজন আস্ত মুরগি বসে থাকতে দেখেন, অবাক হবেন তো?

শুক্রবার দেশবন্ধুপাড়ার দাদাভাই মাঠের সামনে যেতেই খানিকটা অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইলেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রণয় হালদার। সামনে দাঁড়িয়ে একটি পুরোনো স্কুলভ্যানের পেছনের দিকটা মাংস কাটার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ভ্যানের সামনের দিকে জালে ঘেরা জায়গায় রাখা হয়েছে মুরগি। প্রণববাবু কিছুটা এগিয়ে ভ্যানচালক প্রশান্ত পালকে বলেই বসলেন, 'ভ্যানে তো শিশুরা যায়। এভাবে মুরগি বিক্রি করছ কেন?' করুণ সুরে প্রশান্ত বললেন, 'দুই বছর ধরে কোনও কচিকাঁচা স্কুলে যাচ্ছে? আমাদের তো আর সংসার চলে না।'

স্কুলভ্যান মানে ছোট পড়ুয়াদের সঙ্গে ভ্যানকাকুদের এক ভালোবাসার গল্প। করোনা পরিস্থিতির জেরে দু'বছর প্রাইমারি স্কুলগুলির দরজা পড়ুয়াদের জন্য বন্ধ। স্কুলগুলি কবেই বা খুলবে, সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা নেই। সংসার চালাতে না পারায় চোখে জল নিয়ে কেউ বহু স্মৃতির সাক্ষী ভ্যান বিক্রি করে দিচ্ছেন। আবার কেউ ওই ভ্যানকেই অন্যভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এসবের জেরেই হারিয়ে যাচ্ছে 'স্কুলভ্যান'।

শিশুদের কোলাহল নেই। স্কুলভ্যান এখন কসাইখানা। শুক্রবার দেশবন্ধুপাড়ায়।

স্কুলভ্যানের স্মৃতি উসকে দিতেই দু'চোখে জল আসছিল অরুণ দাসের। সাউথ আম্বেদকর কলোনির বাসিন্দা ভ্যানচালক বলছিলেন, 'ভেবেছিলাম স্কুল আবার খুলবে। বাচ্চারা আবার ভ্যানে বসে স্কুল যাবে। কিন্তু সেই আশা আর কোথায়? আর পারলাম না।' অরুণ স্কুলভ্যানটি বিক্রি করে একটি রিকশা কিনেছেন। সে রিকশা দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করলেও বারেবারেই মনে পড়ে কচিকাঁচাদের কথা।

আম্বেদকর কলোনির বাসিন্দা অশোক দাস অবশ্য একবুক আশা নিয়ে স্কুলভ্যানটি বাড়িতে রেখে দিয়েছেন। স্কুলভ্যানের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, '৩০ বছর ভ্যান চালিয়েছি। স্কুলে নিয়ে যাওয়া কত কচিকাঁচাই তো এখন বড়বাবু হয়ে গিয়েছে। এখনও দেখা হলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে। ভ্যানকাকু হিসেবে এটাই আমার প্রাপ্তি।'

অরুণ বলছিলেন, 'একসময়ে শহরে ৫০ জনেরও বেশি স্কুলভ্যানচালক ছিলেন। ১০ জনের কাছেও এখন আর স্কুলভ্যানটা নেই।'

সম্পর্কটায় ধীরে ধীরে বিরাট ফাঁকফোকর দেখে মন ভালো নেই বাবুদেরও। দেশবন্ধুপাড়ায় মাংসের ভ্যান থেকে মাংস কেনার সময়ে অবাক হয়েই পুরোনো দিনের স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছিলেন অজিত দাস। বললেন, 'করোনায় সব শেষ হয়ে গেল। আমাদের ছেলেমেয়েরা আর স্কুলভ্যানে করে স্কুলে যাওয়া-আসার আনন্দটা বুঝতে পারল না। স্কুলভ্যানের সংজ্ঞাটাই উঠে গেল।'

উদাস হয়ে অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন ওই স্কুলভ্যান চালক প্রশান্ত।

বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নজির শিলিগুড়ির

রাত জাগলেন কলেজ পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কথায় বলে, 'হেল্পিং হ্যান্ডস আর বেটার দ্যান প্রেয়িং লিপস'। সেটাই সত্যি করে দেখালেন আট কলেজ পড়ুয়া। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় পোস্ট নয়, বরং দোমোহনিতে গিয়ে সশরীরে আহতদের সেবায় রাত জাগলেন সূর্য সেন কলেজের ওই পড়ুয়ারা। দোমোহনিতে আহত যাত্রী এবং অন্য যাত্রীদের হাতে খাবার, জল তুলে দেওয়ার পাশাপাশি অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দেওয়া-সবেতেই হাত লাগালেন কলেজের এনএসএস (ইউনিট-২) এর পল্লব বিশ্বাস, অনুরক্তি ঘোষ, স্নেহাশিস সাহা, বর্ণ কংসবণিক, শুভার্থী দাস, অলকা কুমারী, অনুপ বিশ্বাস ও পবিত্র রায়। সমাজসেবায় নজির গড়ে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তাঁরা।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতিটি লাইন যেন একেবারে মিলে গেল দোমোহনিতে। বৃহস্পতিবার রেল দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র শিলিগুড়ি থেকে ৫৭ কিলোমিটার দূরে দুর্ঘটনাস্থলে রওনা দেয় কলেজ পড়ুয়াদের এই দল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেখানকার চিত্র যা দেখলেন, তা বর্ণনা করতে এখনও যেন গলা কেঁপে উঠছে পল্লবের। তাঁর কথায়, 'কী ভয়ংকর দৃশ্য। চারদিকে কান্নার শব্দ। ছোটদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। আমরা প্রথমে কাজ শুরু করতে গিয়ে অসহায় ছবি দেখে একমুহূর্ত থমকে যাই। এরপরই কাজ শুরু করি।'

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই আহতদের উদ্ধারকাজ থেকে শুরু করে কার খাবার, জলের প্রয়োজন, কার চিকিৎসার প্রয়োজন- সবদিকে নজর দিয়ে কাজ করেন তাঁরা। ট্রেনের কামরা ঘুরে ঘুরে কোন যাত্রীর কী প্রয়োজন তা দেখে দ্রুত সেই ব্যবস্থা করেন। বাড়ি ফেরার কথা তখন মাথাতেই নেই তাঁদের। বরং প্রতিজ্ঞা একটাই, ট্রেনে কোনও যাত্রী যাতে অসুবিধায় না থাকে।

২৪ ঘণ্টা দোমোহনিতে কাটিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি ফেরে পড়ুয়াদের ওই দল। অনুরক্তি ঘোষ বলেন, 'দুর্ঘটনার কবলে পড়লে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়- তা প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমরা ট্রেনের ক্যান্টিন থেকে খাবার বের করে অন্য ট্রেনে তুলে দিয়েছি। রেলের যাত্রীদের পাশাপাশি যাঁরা কর্মী ছিলেন, তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করেছি। যাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজন, তাঁদের অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিয়েছি।' এরকম দৃশ্য যেন আর দেখতে না হয়- এই প্রার্থনাই করলেন তাঁরা।

কেউ ছুটলেন রক্ত দিতে, কেউ হাতে খাবার নিয়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : মানুষের বিপদে বরাবর পাশে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়ি। এই শহরের রাজনৈতিক সৌজন্যও গোটা রাজ্য শুধু নয়, দেশের কাছেও মডেল। কিন্তু ময়নাগুড়ির রেল দুর্ঘটনার পর যেভাবে আহতদের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই শহর, তা দেখে মুগ্ধ সকলেই। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দলের সদস্য রক্তদান থেকে শুরু করে আহতদের পাশে দাঁড়াতে খাবার এমনকি স্যানিটাইজার হাতেও ছুটেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ মৃদুময় দাস বলেই ফেললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এখানে চাকরি করছি। বিপদের সময় শিলিগুড়ি যেভাবে দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব। কুর্নিশ শিলিগুড়িকে। প্রত্যেকেই ছুটে এসে রক্ত দিয়েছেন, আগামীতেও প্রয়োজনে আবার সবাই হাতে হাত রেখে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। আমরা অভিভূত।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় ন'জনের মৃত্যুর পাশাপাশি বহু যাত্রী আহত হন। কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক কার্যত শূন্য ছিল। আহতদের রক্ত দিতে হবে- এই খবর চাউর হতেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন সংগঠন তড়িঘড়ি রক্তদাতা জোগাড় করে মেডিকেলে পৌঁছায়। এছাড়া নিজেদের ফেসবুক পোস্টেও রক্তদানের আহ্বান জানায় সংগঠনগুলি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েও অনেকে রক্ত দিতে মেডিকেলে পৌঁছে যান।

শিলিগুড়ির সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ইউনিক ফাউন্ডেশন, শিলিগুড়ি ইউনিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে রাতে মেডিকেলে গিয়ে রক্ত দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ৪২ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। শুক্রবার সকাল থেকেও সেই রক্তদানের ধারা অব্যাহত ছিল। এদিন সকালে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন হাসপাতাল মোড়ে জরুরি ভিত্তিতে সংগঠনের অফিসের সামনেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেখান থেকে ৩৫ ইউনিট রক্ত মেডিকেলে পাঠানো হয়। এছাড়া স্কাইওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল (সোয়ান), শিলিগুড়ি কলেজের এনএসএস ইউনিট, সূর্য সেন কলেজের এনএসএস ইউনিট, ঘোষপুকুর কলেজ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, ডিওয়াইএফআই, ৩২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস সহ বেশ কিছু সংগঠনের সদস্য-সদস্যা সহ শুভাকাঙ্ক্ষীরা দিনভর দফায় দফায় মেডিকেলে গিয়ে রক্ত দিয়েছেন। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ১৪২ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে বলে ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রেল দুর্ঘটনায় আহতদের এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৮ ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছে। বাকি রক্ত মজুত রয়েছে।'

শুধু রক্তদানই নয়, এদিন সকালে শুকনো খাবার, জল, কম্বল সহ মাস্ক, স্যানিটাইজার নিয়ে ময়নাগুড়ি পৌঁছে গিয়েছিল শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সংগঠনের তরফে এই জিনিসপত্র ময়নাগুড়ির একটি শিবিরে থাকা অভিশপ্ত ট্রেনের যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দোমোহনির দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারে কলেজের পড়ুয়ারা। শুক্রবার।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে প্রচার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : করোনা রুখতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি লাটে তুলে ভোট প্রচার করছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। যার জেরে করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধির শঙ্কা তৈরি হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ায় সব দেখেও যেন চোখ বুজে রয়েছেন নির্বাচনি কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আধিকারিকরা। শুক্রবার এমনই অভিযোগে সরব হল বিজেপি।

এবিষয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের মন্তব্য, 'তৃণমূল নেতারা স্বাস্থ্যবিধি লাটে তুলে যেভাবে সভা করছেন, তা দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয়। বিধি ভেঙে প্রচারের ভিডিও ফুটেজগুলি দলের আইনজীবী সেলের হাতে দেওয়া হয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে মামলার পথে হাঁটছি।' যদিও বিজেপির অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। আমাদের প্রচার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে।'

ফ্লেক্স, ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ শহরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : মিছিলের লড়াই নেই। সংঘর্ষও ঘটছে না। কিন্তু শহর শিলিগুড়ি ভোট প্রচারের ফ্লেক্স, ব্যানার ছেঁড়া বা নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে তপ্ত হচ্ছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই পরস্পরের ওপর দায় চাপিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলছে। বিরোধীরা আঙুল তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু এধরনের ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না।

তাঁর ব্যানার, ফ্লেক্স নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে কয়েকদিন আগেই শিলিগুড়ি থানায় ধর্নায় বসে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী বিকাশ সরকারকে। ওই ঘটনার জেরে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি নিচ্ছে না কোনও রাজনৈতিক দলই। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় কিছুটা হলেও রাজনৈতিক উত্তাপ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগেই তাঁর ব্যানার, হোর্ডিং নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী রাজু সাহা। শুক্রবার একই অভিযোগ তুললেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী শালিনী ডালমিয়া। তাঁর মন্তব্য, 'একজন মহিলা প্রার্থীর প্রচার যদি নষ্ট করার চেষ্টা হয়, বুঝতে হবে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ফলেই একাজ করা হয়েছে।' এদিন ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ। তাঁর কথায়, 'গণতন্ত্রে নির্বাচনি প্রচারের মৌলিক অধিকারকে যারা প্রতিহত করার চেষ্টা করে, তারা সমাজের শত্রু ছাড়া কিছু নয়।'

তাদের অনেক প্রার্থীর ফ্লেক্স, ব্যানার নষ্ট করা হয়েছে বলে দাবি করেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার। তাঁর কটাক্ষ, 'পরাজয়ের ভয় থেকেই এমন কাজ করা হচ্ছে। পরিবেশকে উত্তপ্ত করার ষড়যন্ত্রও বলা যায়। তাই পুলিশ কমিশনারের কাছে কঠোর নজরদারির এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।' তৃণমূলের নাম না করলেও রাজ্যের শাসকদলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিরোধীরা। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'পরাজয়ের ভয়ে অনেকক্ষেত্রে এমন অভিযোগ তোলা হয়। বিরোধীদের প্রচারে বিঘ্ন ঘটানো তৃণমূলের সংস্কৃতি নয়। ওরা বরং মানুষের কাছে বেশি করে যাক।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ।

চোপড়ায় গাছ চুরি

চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূটিঝারি এলাকা থেকে গাছ চুরি যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা দিনের পর দিন গাছ কেটে নিয়ে পালাচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার কয়েক বিঘা ফাঁকা জমিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়। সেই সমস্ত গাছ চুরি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদ সদস্য গোপাল ভৌমিকের বক্তব্য, 'এলাকায় খাসজমিতে কয়েক বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গাছ লাগানো হয়। বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা একসঙ্গে বেশ কিছু গাছ কেটে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনার কথা শুনেই বিষয়টি পুলিশের নজরে এনেছি।' এদিন এলাকায় পুলিশ পৌঁছে কিছু গাছের গুঁড়ি উদ্ধার করেছে। চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বন দপ্তরের চোপড়ার রেঞ্জ অফিসার শ্যামসুন্দর ঝারিয়াত অবশ্য বলেন, 'আমার কাছে এধরনের কোনও খবর আসেনি।'

১০ চাকার গাড়ি চলাচল বন্ধ

বাগডোগরা, ১৪ জানুয়ারি : ভারী যান নিষিদ্ধ হয়ে গেল আঠারোখাইয়ের রাস্তায়। ডাম্পার বা সেনাবাহিনীর গাড়িকে ছাড় দেওয়া হলেও ১০ বা তার বেশি চাকার পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করল প্রশাসন। খুব বেশি হলে ৬ চাকা পর্যন্ত গাড়ি চলাচলে অনুমতি মিলবে।

মাটিগাড়া বিডিও অফিসে শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, সবার মত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডাম্পারগুলি ওভারলোডেড থাকলে দেখবে মোটর ভেহিকল দপ্তর। এজন্য নিয়মিত নজরদারি চলবে।

তবে জনবহুল রাস্তায় দ্রুতবেগে গাড়ি চালানো একেবারে নিষিদ্ধ বলে বিডিও জানান। তিনি বলেন, নদীতে আর্থমুভার দিয়ে বালি-পাথর তোলা অবৈধ। বালি-পাথরের ট্রাকের ওপর তাই বিশেষ নজরদারি চলবে। শনিবার মাইকিং করে সকলকে সচেতন করা হবে।

বিডিও ও ট্রাফিক গার্ডের ওসি ছাড়াও বৈঠকে কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক (ওয়েস্ট) পিটি ভুটিয়া, মাটিগাড়া থানার ওসি অর্নিবাণ ভট্টাচার্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব আধিকারিক শোভন ভৌমিক, পূর্ত দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত দাস, মোটর ভেহিকল দপ্তরের আধিকারিক অলেখন ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনেকদিনের অভিযোগ, বালাসনের ঘাট থেকে বালি-পাথর তুলে বড় বড় ডাম্পার ছাড়াও ১০ থেকে ১৬ চাকার পণ্যবাহী ট্রাক আঠারোখাইয়ের রাস্তা দিয়ে চলাচল করে বলে হালের মাথা, সাধন মোড়, তারাবাড়ি, শিসাবাড়ি এলাকার রাস্তা ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী হয়ে গিয়েছে। গাড়ির ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণও মাত্রা ছাড়িয়েছে বলে অনেকের দাবি।

সম্প্রতি প্রশাসনের তরফে ডাম্পার চলাচল বন্ধ করা হয়। তারপর গাড়িচালকরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। এরপর মাটিগাড়ার বিডিও এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়ে এদিন বৈঠক ডেকেছিলেন।

রিপোর্ট কার্ডে ফিরিস্তি দিলেন নান্টু

গত পাঁচ বছরের কাজ তুলে ধরে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করছেন নান্টু পাল।

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : গত পাঁচবছরে কাজের ফিরিস্তি রিপোর্ট কার্ডের আকারে তুলে ধরলেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা বিজেপি প্রার্থী নান্টু পাল। শুক্রবার ওয়ার্ডের নির্বাচনি কার্যালয়ে দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও দুর্গা মুর্মুর উপস্থিতিতে রিপোর্ট কার্ডটি প্রকাশ করেন তিনি। আগামীতে ওয়ার্ডের উন্নয়ন নিয়ে কী কী ভাবনা রয়েছে তাও তুলে ধরেছেন রিপোর্ট কার্ডে।

নান্টুবাবুর বক্তব্য, 'বিধান রোড, হরেন মুখার্জি রোড সহ বিভিন্ন রাস্তা নতুন করে আমার সময় তৈরি হয়েছে। এলাকার জলের কলগুলি টাইলস লাগিয়ে সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। আগামীতে পানীয় জলের আরও কল বসাব। শিশু ও প্রবীণদের জন্য পার্ক তৈরি করে দিয়েছি। তাছাড়া এই পাঁচ বছরে এলাকার সৌন্দর্যায়ন, পরিচ্ছন্নতায় বিশেষ কাজ হয়েছে। ওয়ার্ডের অন্য সমস্যাগুলি আগামীতে সমাধানই লক্ষ্য আমার।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে পার্কিং সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। যা নিয়ে সমাধান সূত্র বের হয়নি। পানীয় জলের কলের সমস্যা রয়েছে। জঞ্জাল সাফাই নিয়ে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশের ক্ষোভ রয়েছে। এলাকায় কমিউনিটি শৌচালয়ের সংখ্যা কম থাকায় বিড়ম্বনার শেষ নেই।

রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের অনুষ্ঠানে বিধায়ক শংকর ঘোষের মন্তব্য, 'শিলিগুড়িকে নতুন রূপ দিতে বিজেপির একগুচ্ছ ভাবনা রয়েছে। আমরা পুরবোর্ডে ক্ষমতায় এলে সেগুলি বাস্তবায়িত করব। নান্টুবাবুর কাউন্সিলার হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এলাকার আরও উন্নয়ন তিনিই করতে পারবেন।'

টেলিমেডিসিন হাব চালু খড়িবাড়িতে

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে দার্জিলিং জেলায় প্রথম খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে টেলিমেডিসিন হাব চালু হল। শুক্রবার ভার্চুয়ালি এই হাবের উদ্বোধন করেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সফিউল আলম মল্লিক, ডাঃ ইমদাদ রহমান, ডাঃ দেবাশিস রায় সহ সব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই টেলিমেডিসিন হাবের সাহায্যে কোনও রোগী অনলাইনে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ ও সেই অনুযায়ী ওষুধ খেতে পারবেন। এর জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'করোনার মধ্যে আর গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে না। গ্রামের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে রোগীকে। সেখানকার নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী পোর্টালে সেই রোগীর সমস্যার কথা আপলোড করবেন। এরপর রোগীর সঙ্গে টেলিমেডিসিন হাবে কর্তব্যরত চিকিৎসকের অনলাইনে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ইঙ্গিত পোর্টালে ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমেই রোগীর সঙ্গে ওই চিকিৎসক কথা বলবেন।

রোগীর সমস্যার কথা শুনে অনলাইনে প্রেসক্রিপশন করে দেবেন চিকিৎসক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগী সেই প্রেসক্রিপশন প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যাবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত টেলিমেডিসিন পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই পরিষেবা চালুর ফলে হাসপাতালের ভিড়ও কমবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সফিউল আলম মল্লিক জানান, খড়িবাড়ি ব্লকের ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রেও রোগীরা এই পরিষেবা পাবেন। উদ্বোধন হতেই এদিন টেলিমেডিসিন হাব থেকে অনলাইনে ৬২ জন রোগী দেখা হয় বলে তিনি জানান।

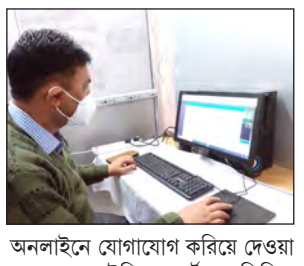

দুর্ঘটনায় আহত ৩

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ জানুয়ারি : শুক্রবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন কমলা চা বাগান সংলগ্ন ৩১ডি জাতীয় সড়কে দুটি লরির সংঘর্ষ হল।

ঘটনায় একটি লরির চালক করণ পাল এবং খালাসি হেমন্ত কুমার সহ ৩ জন গুরুতর জখম হন। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে জখমদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জখমদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হা